স্তর	স্নাতক (CBCS)
বিষয়	সমাজতত্ত্ব
পত্র	সমাজতত্ত্বের পরিচয় জ্ঞাপন I (CC1/GE1)
উপ বিষয়	সমাজতত্ত্ব: তপশ্চর্যা ও দৃষ্টিকোণ
মডিউল	সমাজতত্ত্ব কি বিজ্ঞান?
পূর্বশর্ত	সমাজতত্ত্ব পঠন এর বিষয়বস্তু এবং অধ্যয়নের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান
উদ্দেশ্য	মানব সমাজের অধ্যয়নের উপায় সম্পর্কে দুটি বিপরীত মতামত বর্ণনা করে এবং মতামতের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করে।
প্রাসঙ্গিক শব্দ	প্রত্যক্ষবাদী, ব্যাখ্যামূলক, উত্তর আধুনিকতা বাদী, মানবীয় আচরণ, প্রাকৃতিক নিয়ম, নৈবক্তিকতা,বিষয়গত

ভূমিকা..... .২-৩

শিক্ষার পরিণতি ৩-৪

প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি..... .....৪-৭

ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গি..... ..... ৭-৮

উপসংহার.....৯- ১০

স্ব-পরীক্ষা অনুশীলন..... ১০

তথ্যসূত্র..... .....১১

১. ভূমিকা

এই মডিউলটি মানব সমাজের অধ্যয়নের উপায় সম্পর্কে দুটি বিপরীত মতামত বর্ণনা করে এবং এই মতামত গুলির মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করে। সমাজতত্ত্বের চরিত্র সম্পর্কে লক্ষ্যনীয়

তর্ক বিতর্ক রয়েছে। তর্ক বিতর্কের বিষয় "সমাজতত্ত্ব কি একটি বিজ্ঞান না বিজ্ঞান নয়?" সমাজ তাত্ত্বিকরা এক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে দুটি বিপরীত দলে বিভক্ত। অতএব, আমরা সমাজতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি ভিন্ন মতামত দেখতে পাই। সমাজতাত্ত্বিক দের একটি দল বলেছেন সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান কারণ সমাজতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং প্রয়োগ করা হয়। সমাজ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা অগাস্ট ক্যোঁৎ, এমিল ডুর্খেইম এবং বেশ কিছু আরো বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক রা এই মতকে সমর্থন করেন। অন্য দলের সমাজতাত্ত্বিক গণ বলেন, সমাজতত্ত্ব কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নয়, ব্যাখ্যার মাধ্যমে অধ্যয়ন করা যায়। এই দ্বিতীয় দলের প্রধান অনুগামীরা হলেন ম্যাক্স ওয়েবার এবং জর্জ সিমেল |

এই বিষয়ে আমাদের মতামত গঠনের জন্য আমাদের সমাজ তত্ত্বের পরিধি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপাদান গুলো জানতে হবে।

সমাজতত্ত্ব মানে হল মানব সমাজের অধ্যয়ন। এবং বিজ্ঞান হল যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রণালী বদ্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করে এবং বৈধ অবধারণ টানতে কার্যকারণ সম্বন্ধে ক্রমানুসারে তাদের একত্রে সংযুক্ত করে। জ্ঞান সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ইত্যাদি।

মূল প্রশ্ন হল মানব সমাজের অধ্যয়ন কিভাবে পরিচালিত হয়?

এটা কি গবেষণার নিয়মানুগ নৈব্যক্তিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে?

অথবা

মানুষের আচরনে র সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়গত অর্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে?

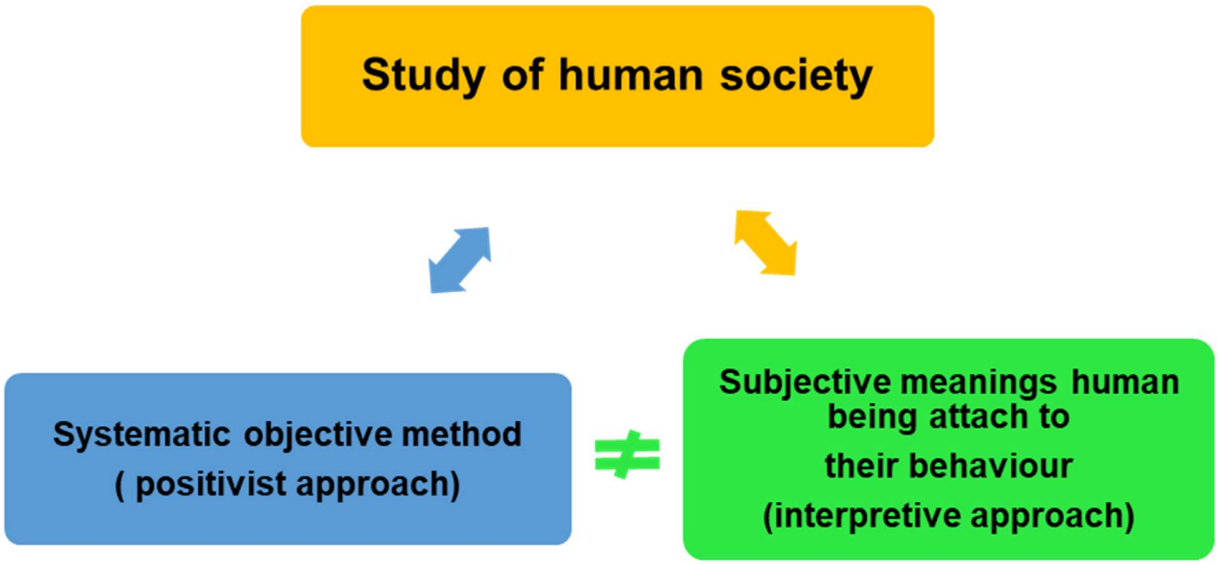

বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। উভয় দলের ই তাদের চিন্তা ভাবনার পেছনে যুক্তি রয়েছে।

সমাজতত্ত্ব যে বিজ্ঞান তার জন্য নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি:

1. **Sociology adopts scientific method**
2. **Sociology makes accurate observation**
3. **Objectivity is possible in Sociology**
4. **Sociology describes cause-effect relationship**
5. **Sociology makes accurate measurement**
6. **Sociology tries to make prediction**
7. **Sociology makes generalization**

https://www.yourarticlelibrary.com/sociology/sociology-is-sociology-a-branch-of-science-answered/6252 (Key points taken)

২. শিক্ষার পরিণতি

এই মডিউলটি অধ্যয়ন করার পর, পাঠকেরা সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞান হিসেবে যুক্তি এবং বিজ্ঞান নয় হিসেবে যুক্তি জানতে পারবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক দের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা হবে। সর্বোপরি পাঠকেরা তাদের সামাজিক গবেষণায় বিশেষ পদ্ধতির সমর্থন করার জন্য নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ ঘটাতে পারবে।

ত. প্রত্যক্ষবাদী পরিপ্রেক্ষিত

কিছু সমাজতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে মানুষের আচরণ বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। কারণ গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ম বা আচরণের ধরণ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। সুতরাং, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের আচরণের নিয়ম প্রণয়ন করা যেতে পারে যা মানব সমাজ কীভাবে কাজ করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা যায়। সমাজতত্ত্বের অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারের পিছনে এই যুক্তি আছে।

সমাজতত্ত্ব কে একটি বিজ্ঞান হিসেবে দেখানোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কারণ গুলি দেখিয়ে ছেন :

(ক) সমাজতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে

সমাজতত্ত্ব সামাজিক ঘটনা অধ্যয়ন করে। যদিও এটি একটি পরীক্ষাগারে মানুষদের ওপর পরীক্ষা করতে পারে না তবুও মানুষের সামাজিক আচরণ প্রাকৃতিক ঘটনার মতো বৈজ্ঞানিক তদন্তের বিষয়। এটি সমাজমিতি (sociometry) , তফসিল, কেস স্টাডি, সাক্ষাৎকার এবং প্রশ্নাবলী স্কেল হিসাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে যা পরিমাণ গত ভাবে সামাজিক ঘটনা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) সমাজতত্ত্ব সঠিক পর্যবেক্ষণ করে:

গবেষণাগার না থাকলেও সমাজ তত্ত্বের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ সম্ভব। পরীক্ষাগারের বাইরেও সঠিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব। সমগ্র সমাজ জগৎ সমাজতত্ত্ব র গবেষণাগার। 'নিউটন গবেষণাগারে তার সূত্র আবিষ্কার করেন নি। যেমন, সমাজতত্ত্ব উপজাতীয় বিবাহের পর্যবেক্ষণ করে ঘটনা ঘটার সময়। সমাজতত্ত্ব র কোনো গবেষণাগার না থাকলেও এটি সঠিক পর্যবেক্ষণ করে। তাই সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান। এছাড়া পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করাই বিজ্ঞানের একমাত্র মাপকাঠি নয়।

(গ) নৈব্যক্তিক অধ্যয়ন সমাজতত্ত্বে সম্ভব:

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্ব ও বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন করে। যৌতুক একটি সামাজিক কুফল এটি একটি বস্তুনিষ্ঠ বিবৃতি যা সমাজতাত্ত্বিক দের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা যায়। অধিকন্তু বারবার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এটি প্রমাণ করে। সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক ঘটনা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন করতে পারে। সামাজিক ঘটনা কে আরও নৈব্যক্তিক করার জন্য নতুন কৌশল এবং পদ্ধতি ও চালু করা হয়। তাই সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান।

(ঘ) সমাজতত্ত্ব কার্য-কারণ সম্পর্ক বর্ণনা করে:

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্ব ও কারণ খুঁজে বের করে এবং উত্তর খুঁজে পায়। পরিবার বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি অধ্যয়নের সময় সমাজতত্ত্ব, পারিবারিক অব্যবস্থাপনা ও বিবাহ বিচ্ছেদ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্রের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে। পারিবারিক অব্যবস্থাপনা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের কারণ। এইভাবে, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কার্য-কারণ সম্পর্ক বর্ণনা করে। তাই সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান।

(ঙ) সমাজতত্ত্ব সঠিক পরিমাপ করে:

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক ঘটনা বা সম্পর্ক কে সঠিকভাবে পরিমাপ করে। পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে, সামাজিক-মেট্রিক স্কেল (sociometric scale), পরিমাপের সমাজতত্ত্ব র স্কেল গুলো কার্যকরভাবে এবং সঠিকভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলো পরিমাপ করে। তাই সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান।

(চ) সমাজতত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করে:

আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কার্যকারণ থেকে সামাজিক ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি দৃষ্টান্ত মূলক পরিবর্তনের যুগের আবির্ভাবের সাক্ষী হতে পারি (চেন এট. আল., ২০২১)। নির্দিষ্ট তথ্যের জন্য কম্পিউটার গানিতিক পরিভাষা(algorithm) গুলির বিকাশের সাথে (আথে,২০১৮), সমাজতাত্ত্বিক রা সামাজিক ভবিষ্যদ্বাণীর অধ্যয়ন বিষয়ক মান হাইলাইট করে বড় আকারের সামাজিক তথ্য প্রক্রিয়া করতে সক্ষম হয়েছেন (হফম্যান এট. অল., ২০১৭)। যদিও কাপলান (১৯৪০) ভবিষ্যদ্বাণীর অসুবিধা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক আচরণ ক্ষুদ্র স্তরে (micro level) প্রাকৃতিক ঘটনার থেকেও বেশি অনুমানযোগ্য। কুভিয়ার মনে করেন সমাজ তত্ত্বের এই ভবিষ্যদ্বাণীর মান দিন দিন উন্নত হচ্ছে। সমাজতত্ত্ব দিন দিন পরিণত হওয়ার সাথে সাথে আর ও সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করবে।

(ছ) সমাজতত্ত্ব সাধারণীকরণ করে:

সমাজতত্ত্ব দ্বারা পাওয়া সাধারণীকরণ সর্বজনীন নয় এমন ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো সমাজতত্ত্ব সাধারণীকরণ করতে সক্ষম হয়েছে যা সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে অজাচার নিষিদ্ধ-নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্কের ধারণা একটি সার্বজনীন সত্য।

প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এমন সমাজতাত্ত্বিক রা এটি কে সমর্থন করেন। তারা বিশ্বাস করে যে **বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা** করা সম্ভব **বস্তুনিষ্ঠ তথ্য** পুঙ্খানুপুঙ্খ সংগ্রহ , বিশ্লেষণ এবং **পরীক্ষামূলক প্রমাণের ভিত্তিতে।** তারা যুক্তি দেয় যে সামাজিক গবেষণা নিম্নরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারে:

Inductive research Approach

↓

Specific Observation

⇓

Pattern Recognition

⇓

Developing a theory or general (preliminary) conclusion

Followed by

Deductive research approach

↓

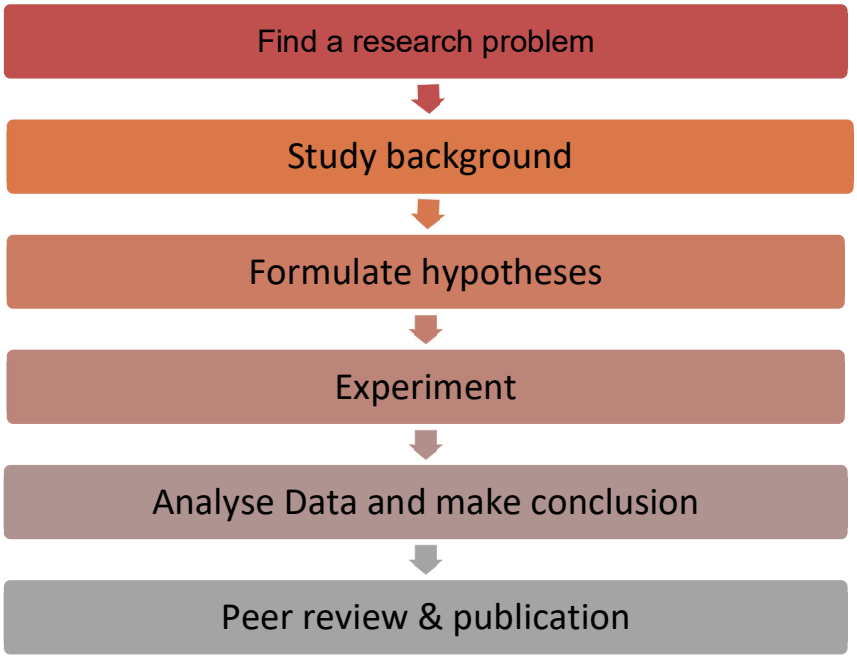

https://www.scribbr.com/methodology/inductive-deductive-reasoning/

ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিক ক্যোঁৎ (Comte), ডুর্খেইম হলেন প্রত্যক্ষদর্শী যারা মনে করেন সমাজতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

অগাস্ট ক্যোঁৎ প্রত্যক্ষবাদ মূলক তত্ত্ব উনিশ শতকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজকে বুঝতে এবং উন্নত করতে আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করে তদন্ত এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। তিনি ভেবেছিলেন সমাজতত্ত্ব শুধু একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয় বরং বিজ্ঞানের রানী এবং মানব সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন প্রাকৃতিক আইনের পরম সত্য আবিষ্কারের জন্য অনুসন্ধানে সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন ছিল।

ডুর্খেইম সামাজিক সত্য সম্পর্কে বলেছিলেন যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বোঝা যায়। ডুর্খেইম তার বিখ্যাত গবেষণা আত্মহত্যা বইটিতে একটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী মত আচরণ করেছেন | সামাজিক ব্যাপার গুলি আত্মহত্যার হারের উপর কী প্রভাব ফেলেছিল তা বোঝার জন্য ডুর্খেইম তার প্রকল্প (hypothesis) কে কিছু " চলক" (variable) (যেমন, ধর্মীয় বিশ্বাস) ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেছিলেন।

অন্যান্য প্রত্যক্ষ বাদীরা ও আত্মহত্যার উপর ডুর্খেইমের গবেষণার বিষয়ে তার তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যথাযথ তার সমালোচনা করেন। দেশগুলোর মধ্যে আত্মহত্যার হারে র গণনা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। এই গবেষণায় কিছু মূল ধারণা (সামাজিক

সমন্বয়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) কার্যকর করা খুবই কঠিন। এই জাতীয় ধারণাগুলি পরিমাণগত তথ্য তে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব।

প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতি পরম সত্যের আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে এই বিষয়ে সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক রা একমত হন নি। যদিও সমাজতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে কিন্তু তার ফলাফল সবসময় আচরণের সার্বজনীন নিয়ম আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে না। কার্ল পপার যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রত্যক্ষবাদী সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় ব্যর্থ কারণ এটি আরোহী যুক্তি ব্যবহার করে, অবরোহী যুক্তি নয় | অন্যভাবে বলা যায় যে, তারা তাদের প্রকল্প কে মিথ্যা প্রমাণ করার পরিবর্তে, এটিকে অস্বীকার করার জন্য প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করতে থাকে।

অন্যদিকে কিট এবং উরির মতো প্রত্যক্ষবাদী রা পপারের যুক্তি খন্ডন করে এটা দৃষ্টি গোচর করেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে অনেক কিছু অধিক্রমণ আছে |

বিজ্ঞানীরা গবেষণা থেকে অস্পষ্ট ফলাফল পেয়ে থাকলে অনুমান করে | লিঞ্চ র মতে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান হতে পারে এই ধরনের গবেষণা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে। অতএব, সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান হতে পারে যখন এটি গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সময় অনুমান তৈরির ঘটনাটিও বৈজ্ঞানিক।

টমাস কুহন দাবি করেন যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা জ্ঞানের নৈব্যক্তিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত নয় বরং তাদের জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত যা সামাজিক জীবন ব্যাখ্যা করতে চায়। ফলস্বরূপ, কুহনের কাছে সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান।

প্রত্যক্ষবাদী রা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গবেষণা এবং সমাজতাত্ত্বিক তদন্তের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখেন। উভয়েরই প্রতিযোগী দৃষ্টিকোণ রয়েছে এবং অস্পষ্টতা থাকলে অনুমান করে। মানব সমাজের অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার যে সঠিক তথ্য লাভ করবে তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মানব সমাজের সকল দিক অধ্যয়ন করা যায় না।

1. ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ব্যাখ্যাকারী (interpretivist) রা যুক্তি দেন যে মানব সমাজের অধ্যয়ন অবশ্যই অভিজ্ঞতামূলক এবং অনুমিতভাবেই বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের বাইরে যেতে হবে যাতে বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গির, মতামত, আবেগ, মূল্যবোধ, এমন জিনিসগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যায় যা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না এবং গণনা করা যায় না। এই সামাজিক ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বেশিরভাগ ব্যাখ্যাকারী আরও পরামর্শ দেবেন যে গবেষণা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক তথ্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, সমাজ সমস্ত বিষয়গত মূল্যবোধ এবং ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বোঝা যায় না।

এই হিসাবে, তারা সিদ্ধান্তে আসেন যে সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান নয়, তবে এটি বিজ্ঞান হওয়ার চেষ্টা করাও উচিত নয়। মানুষ রাসায়নিক বা উপাদানের মতো নয়, যার সম্পর্কে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণ করা যেতে পারে। প্রতিটি মানুষ অনন্য এবং তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংস্থা রয়েছে।

সমাজতত্ত্ব কে বৈজ্ঞানিক করার প্রয়াসে, দৃষ্ট বাদীরা সত্যকে উন্মোচন করার পরিবর্তে হারিয়ে ফেলে। সবকিছু পরিমাপযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য করার চেষ্টা করে, তারা এটিকে বাস্তব হতে বাধা দেয়। সবকিছু সহজ বাক্সে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যাতে এটি গণনা করা যায়, কিন্তু মানুষের অনুভূতি এবং অর্থ টিক বক্স এবং শতাংশ দ্বারা প্রকৃতভাবে প্রকাশ করা যায় না। এই বিতর্ক, তাহলে, গবেষণা পদ্ধতির যোগ্যতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

উত্তর-আধুনিকতা বাদী রাও যুক্তি দেন যে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার চেষ্টা করতে পারে না এবং করা উচিত নয়; যে তত্ত্ব গুলো বৈজ্ঞানিক রূপক বলে দাবি করে: শুধু বড় গল্প মাত্র, এর কোন বাস্তব বৈধতা নেই। যাইহোক, আমরা দেখেছি যে, তারা এই বিশ্লেষণকে সমাজতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না।

সমস্যাটি হল যে সমাজতত্ত্ব যদি একটি বিজ্ঞান হওয়া উচিত নয়: তাহলে, এটা কি? সমাজতত্ত্বে যদি বিষয়ী ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, মিথস্ক্রিয়া, অর্থ এবং ঘটনাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় তবে এটা কতটা ব্যবহারযোগ্য? গবেষণার ফলাফল আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু এটি কি একটি গুরুতর অধ্যয়ন বিষয়ক বিষয় গঠন করে? পরিশেষে, একটি রাজনৈতিক দল বা ছাত্রদের একটি গোষ্ঠীর ভিতরের গল্প বলা কোন কাজের হয় না যদি না সেটা সাধারণ তত্ত্ব বিকাশের জন্য ব্যবহার করা যায়।

ওয়েবার কে, সামাজিক কর্ম পন্থা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেখা হয়, তবুও তিনি বলেছিলেন যে সমাজতত্ত্বিকদের তাদের অধ্যয়নকে সম্পূর্ণ নৈব্যক্তিক ভাবে দেখতে হবে যদিও তারা যে লোকেদের অধ্যয়ন করে তাদের বিষয়ীগত মতামতের প্রতি তাদের আগ্রহী হওয়া উচিত।

2. উপসংহার

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট বিয়ারস্টাড্‌ট তার বই "দি সোশ্যাল অর্ডার"-এ সমাজতত্ত্বের চরিত্র কে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

“(১) সমাজতত্ত্ব একটি সামাজিক বিজ্ঞান, এটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়।

(২) সমাজতত্ত্ব একটি প্রত্যক্ষবাদী, এটি আদর্শবাদী নয়।

(৩) সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, এটি একটি ফলিত বিজ্ঞান নয়।

(৪) সমাজতত্ত্ব একটি বিমূর্ত বিজ্ঞান, এটি একটি মূর্ত বিজ্ঞান নয়।

(৫) সমাজতত্ত্ব একটি সাধারণীকরণ বিজ্ঞান এটি একটি বিশেষায়িত বিজ্ঞান নয়।

(৬) সমাজতত্ত্ব একটি যুক্তিবাদী এবং একটি অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান উভয় ই।”

১ . সমাজতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে:

সমাজতত্ত্ব তার বিষয়বস্তুর অধ্যয়নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত কৌশল এবং পদ্ধতিগুলি ভৌত বিজ্ঞানের থেকে আলাদা হতে পারে, কিন্তু তারা জ্ঞান কে সুসংবদ্ধ করার জন্য একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে। প্রকল্প (hypothesis) এবং সাধারণীকরণ (generalisation) ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য যেমন অধ্যয়ন, তথ্য, শ্রেণীবিভাগ এবং তথ্য সারণি সংগ্রহ ইত্যাদি সমাজতত্ত্বের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিভিন্ন পদক্ষেপ |

২. সমাজতত্ত্ব তথ্য সংক্রান্ত হয়:

সমাজতত্ত্ব গবেষণায় সামাজিক সম্পর্ক এবং কার্যক্রম এর সাধারণ সমস্যা হল সামাজিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা। এভাবে, সমাজতত্ত্ব তথ্য এবং তাদের সাথে জড়িত সাধারণ নীতিগুলি র বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন করে। ক্যোঁৎ এটিকে সামাজিক পদার্থবিদ্যা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন |

৩. সমাজতত্ত্বের নীতিগুলি সর্বজনীন:

সমাজতত্ত্বের নীতিগুলি সর্বদা এবং সর্বস্থানে সত্য প্রমাণিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শর্তের তারতম্য না হয়, নীতিগুলি কোন ও ব্যতিক্রম ছাড়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বেকারত্ব এবং শিক্ষার অভাব একে অপরের উপর নির্ভর করে এই নীতিটি সব সময়ে এবং সব জায়গায় সত্য।

৪. সমাজতাত্ত্বিক নীতিগুলি যাচাইযোগ্য:

সমাজতত্ত্বের নীতিগুলি যে কোনও সময় যাচাই করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব মানুষের মধ্যে বেকারত্বের কারণ। এখন এই বিবৃতিটি তখনই বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে বিবেচিত হবে যখন আমরা আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থেকে যাচাই করতে পারব যে অশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের অনুপাত সঠিকভাবে শিক্ষিতদের তুলনায় বেশি।

৫. সমাজবিজ্ঞান কার্য-কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করে:

সমাজবিজ্ঞান সামাজিক ঘটনার মধ্যে একটি **কার্য-কারণ** সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে। একটি উদাহরণস্বরূপ, এটা নিয়ম হিসাবে বিবেচনা করতে পারা যায় যে দক্ষতা বিকাশের অভাব বেকারত্ব বৃদ্ধি কে ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের অভাব একটি কারণ এবং বেকারত্ব তার অন্যতম প্রভাব। একই ভাবে, বেকারত্ব মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যের কারণ হতে পারে।

৬. সমাজতত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে:

কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ**তত্ত্ব** ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতে পারে এবং সামাজিক সম্পর্ক, ক্রিয়াকলাপ, ঘটনা ইত্যাদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে । যদি শিল্প 4.0 এখন বিদ্যমান থাকে তবে দক্ষতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ৪.0 প্রয়োজন, এটি ভবিষ্যতের শ্রমশক্তিতে ভবিষ্যতের কাজের প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। সমাজবিজ্ঞান আইন তৈরি করে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করে।

সমাজবিজ্ঞান ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞানের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়, এটি একটি সামাজিক বিজ্ঞান।

স্ব-পরীক্ষা অনুশীলন:

দীর্ঘ প্রশ্ন:

1. সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান এই দৃষ্টিভঙ্গি কে মূল্যায়ন. কর (১৫ নম্বর)

ছোট প্রশ্ন:

2. সমাজতত্ত্ব মূল্য মান নিরপেক্ষ হতে পারে না এই দৃষ্টিভঙ্গি কে মূল্যায়ন. কর (৫)
3. সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান এই দৃষ্টিভঙ্গির দুটি সমালোচনা ব্যাখ্যা কর (৫)

তথ্যসূত্র

Athey, S. (2015). Machine Learning and Causal Inference for Policy Evaluation. Paper Published at Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 10–13 August, Sydney, NSW, Australia. https:// doi. org/ 10. 1145/ 27832 58. 27854 66.

Bierstadt, R. (1963). The Social Order: An introduction to Sociology [E-book]. McGraw-Hill.

Chen, Y., Wu, X., Hu, A. et al. (2021). Social prediction: a new research paradigm based on machine learning. *Journal of. Chinese. Sociology. 8*(15). pp. 1-21. https://doi.org/10.1186/s40711-021-00152-z

Comte, A., & Bridges, J. H. (2018). *A General View of Positivism* [E-book]. Franklin Classics Trade Press.

Durkheim, E. (1982). Rules of Sociological Method (2nd printing ed.) [E-book]. Free Press.

Hofman, J.M., A. Sharma, and D.J. Watts. (2017). Prediction and Explanation in Social Systems. *Science 355*(6324): pp. 486–488.

Kaplan, O. (1940). Prediction in the Social Sciences. *Philosophy of Science 7*(4): pp. 492–498.

Kuhn, Thomas. (1962). The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press,.

Popper, K. R. (2014). *The Logic of Scientific Discovery* [E-book]. Martino Fine Books.

Weber, M., & Sica, A. (2011). *Methodology of Social Sciences* (1st ed.) [E-book]. Routledge.

Website:
https://www.scribbr.com/methodology/inductive-deductive-reasoning/

https://www.yourarticlelibrary.com/sociology/sociology-is-sociology-a-branch-of-science-answered/6252

বিষয়বস্তু লেখক	ডাঃ মহুয়া পাত্র	সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা Email: mahua.patra@maulanaazadcollegekolkata.ac.in Ph. M +91 9007917416

Mahua Patra